মেলায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত দিলেন যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের মেলায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত দিয়ে সততার পরিচয় দিল এক যুবক। রঘুনাথপুর থানার ভগাইপুর গ্রামের ওই যুবকের নাম মৃত্যুঞ্জয় বাউরি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে জয়চন্ডী পাহাড়ের মেলা দেখতে এসেছিলেন পুরুলিয়া শহরের তারিক রহমান। মেলায় অসাবধানবশত তাঁর পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে যায়। সেই ব্যাগ কুড়িয়ে পান মৃত্যুঞ্জয় বাউরি। রাতেই ওই মানিব্যাগটি তিনি রঘুনাথপুর থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে জমা দেন। ব্যাগের মধ্যে পাওয়া ফোন নম্বর থেকে তারিক রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে থানায় ডেকে পাঠায় পুলিশ। রবিবার সকালে টাকা-সহ মানিব্যাগটি ওই ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়। রঘুনাথপুর থানার ওসি রজত চৌধুরী জানিয়েছেন, ওই মানিব্যাগের মধ্যে ৪৩৯০ টাকা, এটিএম কার্ড ও কিছু দরকারী নথি ছিল। বছরের শেষ দিনে কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের সততার প্রশংসা করেন তারিকবাবু।

সিপিএমের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বছরের শেষ দিন রবিবার থেকে বাঁকুড়ার সিমলাপালে শুরু হয়েছে সিপিএমের ২২তম জেলা সম্মেলন। জেলার ২২টি ব্লক ও তিনটি পৌরসভা এলাকার ৪৮টি এরিয়া কমিটির প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। এই সম্মেলনে দলের পলিটব্যুরোর সদস্য বিমান বসু এবং রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মৃদুল দে, দীপক সরকার, অমিত পাত্র এবং রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার ও সায়ন মিত্র ইত্যাদি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক পদযাত্রার মাধ্যমে রবিবার দুপুরে এই সম্মেলনের সূচনা হয়। এই সম্মেলন আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের ভূমিকা ও রণ কৌশল নিয়ে যেমন আলোচনা হবে তেমনি ঘর গোছানোর বিষয়টি নিয়েও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। এই সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে এরিয়া কমিটিগুলির বৈঠক করা হয়েছে। তবে পাত্রসায়রেরর সন্ত্রাস ও কর্মীর অভাবে ১টি জোনাল অফিসসহ ৩টি দলীয় কার্যালয় এখনও খোলা সম্ভব হয়নি। তাই সেখানে সম্মেলন করা যায়নি। তা সোনামুখীতে করতে হয়েছে। মেজিয়াতেও ২টি দলীয় কার্যালয় এখনও খোলা সম্ভব হয়নি। এতে ওইসব এলাকায় সংগঠনের কাজে সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া দলবিরোধী কাজের জন্য সোনামুখীর দলের দুই হেভিওয়েট নেতাকে সম্প্রতি বহিষ্কার করতে হয়েছে। তাই এসব নিয়ে আলোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল ও বিজেপিতে যাওয়ার প্রবণতাতে ভাটা পড়েছে এটাই জেলা সিপিএমের কাছে সুখবর। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় জেলা সিপিএমের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার। বর্তমানে সেই সংখ্যা হল ১১ হাজার ৮০০ এর কিছু বেশি। অর্থাৎ রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পরেও লেভি দিয়ে এতজন সদস্য রয়েছেন। তবে ঘর গোছানোর আলোচনার সময় দল ভেঙ্গে অন্য দলে যাওয়ার বিষয়টি ওঠা স্বাভাবিক বলে মনে করছেন নেতৃবৃন্দ। তবে দলের জেলা সম্পাদক অজিত পতি বলেন, রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর ফলে যে ৬ হাজারের মত সদস্য কমেছে তাঁরা দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন না। সিপিএম দল আদর্শ নিয়ে চলে। আন্দোলন, গণতন্ত্র, শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের ভিত্তি। এসব নিয়েই দু'দিনের এই সম্মেলনে আলোচনা হবে বলে তিনি জানান। দলের গণতন্ত্র নিয়েও আলোচনা হবে রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে।

উন্নয়নের কুয়াশা পড়ছে, মুকুল ঝরে যাবে ঃ মানস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপি ও কমিউনিস্ট নেতাদের রাস্তা উপহার দিয়েছেন। তৃণমূল সরকারে আসার আগে কলকাতা থেকে বাঁকুড়ার এই দুর্লভপুরে আসতে ৫ থেকে সাড়ে ৫ ঘন্টারও বেশি সময় লাগত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সেই রাস্তা আসতে ২ থেকে আড়াই ঘন্টা কম সময় লাগছে। সেই রাস্তা ধরেই বিজেপি নেতারা এখানে এসে উন্নয়ন হয়নি বলে গলা ফাটাচ্ছেন। শনিবার গঙ্গাজলঘাটী ব্লকের দুর্লভপুর মোড়ে লোটিয়াবনি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের এক জনসভায় এভাবেই বিজেপি ও সিপিএমের সমালোচনা করেন রাজ্যের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাঁকুড়ায় শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এই জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত হয়েছে। পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে। মুকুটমণিপুর আগে কি ছিল আর এখন কি হয়েছে তা দেখলেই উন্নয়ন কি হয়েছে বোঝা যাবে। এই জনসভায় ব্রাত্য বসু ছাড়াও মানস ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, বিধায়ক তথা তৃণমূল জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, মাত্র কয়েকদিন আগেই এখানে জনসভা করে গেছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায় এবং দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁদের সভার পরপরই তৃণমূলের এই সভাকে ঘিরে জেলাবাসীর কৌতুহল ছিল তুঙ্গে। মানস ভুঁইয়া বলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যে সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সন্ত্রাস মুক্ত হয়েছে। নারীশক্তি সব পারেন। বাঁকুড়ায় ছাত্রনেতা সুদেব ঘটক কমিউনিস্টদের হাতে খুন হয়েছিলেন। বাংলার কংগ্রেস কোন প্রতিকার করতে পারেনি। সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারেনি। সেই সন্ত্রাস মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ করেছেন। মানুষ এখন শান্তিতে রয়েছেন। বাঁকুড়ার রাস্তায় অমিয় পাত্ররা ঘুরে বেড়ায়। বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাশে নিয়ে মুকুল রায় নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়। এরাজ্যে সবাই অবাধে ঘুরে বেড়ান। তবে বর্তমানে ব্যাপক কুয়াশা পড়ছে। আমের মুকুল এতে ঝরে যাবে। তাঁরা অপপ্রচার করে যে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কাজ হয়নি। সভাধিপতি চোর ইত্যাদি হাজারো। এই অপপ্রচারের জবাবে বাঁকুড়াবাসীরা জেলাকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবুজ করে তুলবে।

পুরুলিয়ায় তৃণমূল থেকে বিজেপিতে ৬০০

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজেপি দলে যোগদান করলেন পুরুলিয়া ১ ব্লক এলাকার প্রায় ৬০০ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক। জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় তৃণমূল নেতা কার্তিক বাউরি ও নিমাই ওঝার নেতৃত্বে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডিমডিহা গ্রামের ১০০টি পরিবারের প্রায় ৪০০ জন ও ঘাগরজুড়ি গ্রামের ৪০টি পরিবারের প্রায় ২০০ জন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দেন। যোগদানের অনুষ্ঠান মঞ্চে এলাকায় বিজেপি নেতা শংকর নারায়ণ সিংদেও, দয়াময় চক্রবর্তী, বিনোদ তেওয়ারী, সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমান মেডিকেলে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার ইউনিট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মায়ের সাথেই সদ্যজাত শিশুরা যাতে আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে তার জন্য ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার ইউনিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হল। হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রধান অশোক দত্ত জানিয়েছেন যে, ক্যাঙ্গারুরা যেভাবেই শিশুদের বড় করে তোলে ঠিক সেই পদ্ধতিতে সদ্যজাত শিশুরা মায়ের বুকের উপর শুয়ে মায়ের ওম নেবে। শিশুরা যাতে নীচের দিকে পড়ে না যায় সেই জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এস এন সি ইউ ও এন আই সি ইউ তে দশটি করে শয্যা সংখ্যা থাকলেও ধীরে ধীরে শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশুসুরক্ষা নিয়ে নানান ধরনের বিতর্ক লেগেই ছিল। শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে কয়েকদিন আগে তোলপাড় হয়েছিল হাসপাতাল। পরপর কয়েকটি শিশুর মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। শেষমেষ রাজ্য স্বাস্থ্যভবনের হুমকিতে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি তুলে নেন। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের সদ্যজাতের সুরক্ষায় চালু হল নতুন বিভাগ। জানা গেছে যে, জেনারেল ওয়ার্ড থেকে শিশুওয়ার্ডে আসতে প্রায় অনেকটা সময় লেগে যায় প্রসূতিদের। তাতে অনেক সময় শিশুকে ঠিকমতো পরিষেবা দিতে পারা যায় না। হাসপাতালের শিশুবিভাগের চিকিৎসক ও নার্সরা এই সমস্যা দূর করতে এবার দুটি বিভাগ চালু করলো। শিক নিউ বর্ণ কেয়ার বিভাগ হওয়ার ফলে মায়ের সঙ্গে সদ্যজাত শিশুদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গেছে যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, মা-শিশু একসঙ্গে থাকলে নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যাবে। দীর্ঘদিন ধরে শিশুবদল বা অবহেলার কারণে শিশুমৃত্যুর অভিযোগ হয়ে আসছে এই হাসপাতালে, তার থেকে অনেকটাই রেহাই পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও সদ্যজাত মায়ের মধ্যে একাত্মবোধ তৈরী হবে সদ্যজাতের জন্মের পর থেকেই। এছাড়াও অনেক সময় শিশুর শরীর হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে যায়। শিশুদের ভিড়ে অনেক সময় সেই সববোঝা যায় না। বোঝার পরে ইনকিউবিটরে দেওয়ার পরেও ঝুঁকি থাকে। মায়ের শরীরের গরম হওয়া সদ্যোজাতকে অনেক নিরাপদে রাখতে পারে। সদ্যজাতের ঠান্ডা লাগার প্রবণতাও অনেকটা কমে যাবে এর ফলে। হাসপাতাল সুপার উৎপল দা জানিয়েছেন যে, সদ্যজাতদের সুরক্ষার জন্য নতুন বিভাগ চালু হবার ফলে আমাদের শিশুবিষয় নিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ ওঠে তার অনেকটাই নিরসন হবে এবারে। আমরা এই বিভাগের নাম দিয়েছি ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার ইউনিট। আরও বেশি শয্যার জন্য আমরা রাজ্য স্বাস্থ্যভবনে আবেদনপত্র পাঠিয়েছি। আশা করছি তাড়াতাড়ি অনুমোদন হয়ে যাবে।

পুরুলিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ ও স্বাস্থ্যশিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ শীতবস্ত্র বিতরণ ও এক চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়ে গেল পুরুলিয়ার মানবাজার এলাকায়। মানবাজার থানার প্রত্যন্ত এলাকার দয়ালডি গ্রামে এই শিবিরটি করেন হাওড়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শনিবার ওই সংগঠনের তরফে স্থানীয় দরিদ্র মানুষ ও কচিকাঁচাদের হাতে শীতের বস্ত্র এবং কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বিনা খরচে অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসার একটি শিবিরও করে ওই সংগঠনটি। শিবিরে দুই শতাধিক মানুষের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়।

কুয়ো থেকে সদ্যজাতের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এক সদ্যজাত শিশুপুত্রের দেহ উদ্ধার হল পুরুলিয়ার পাড়া থানা এলাকা থেকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ভোরে এই থানার তেঁতুলহাটি গ্রামে প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরিয়ে গ্রামের একপ্রান্তের একটি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে শিশুটির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার মানুষ পাড়া থানায় খবর দেন। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

বোলপুরকান্ডে পথে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বোলপুর থানার রজতপুরে নির্যাতিতা কলেজ ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার রাতে জেলা বিজেপি মহিলা শাখার পক্ষ থেকে বাঁকুড়া শহরে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মুখে কালো কাপড় বেঁধে এই পদযাত্রা শহর পরিক্রমা করে মাচানতলায় আসে। বিজেপির মহিলা নেত্রীবৃন্দের বক্তব্য, এরাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বোলপুরের এই ঘটনা সেটাই তুলে ধরেছে। তাঁদের বক্তব্য, রজতপুরে বাড়ি তৈরী করতে আসা এক রাজমিস্ত্রি যুবক ওই কলেজ ছাত্রীর গোপনে নগ্ন ছবি তুলে তা ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। এতে নির্যাতিতা ছাত্রীটি গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। প্রথমে বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ও পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ১০দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর মারা যায়। এক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তার পাশাপাশি পুলিশ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্য সরকারের সার্বিক ব্যার্থতা এঘটনায় ধরা পড়েছে। তাই তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে বলেও তাঁরা জানান। অর্পিতা মন্ডল-সহ মহিলা নেত্রীবৃন্দ জানান, বোলপুরের এই ঘটনা কোন ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি বাঁকুড়াতেও অনেকটা এধরনের ঘটনা ঘটেছে। বাড়িতে কেবল লাইনের কাজ করতে আসা এক যুবক এক নাবালিকার পোষাক বদলানোর সময়ের নগ্ন ছবি তুলে ভয় দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। সারা রাজ্যজুড়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই জন্য রাজ্যে নারী নির্যাতন রোধে তাঁরা জোরদার আন্দোলন চালাবেন বলে জানা গেছে।

বাঁশের সেতুর পরিবর্তে পাকা সেতুর দাবি গ্রামবাসীদের

রামকমল রক্ষিত, ইন্দাস ঃ বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র ব্লকের উত্তর সীমান্ত বরাবর দামোদর নদ প্রবাহিত হয়েছে। ওই দামোদর নদের মুখে একটি শাখানদী শালীনদি নামে প্রবাহিত হয়ে পাত্রসায়র, ইন্দাস, সোনামুখী প্রভৃতি ব্লকের সীমান্তের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জঙ্গলমহলে দ্বারকেশ্বর নদে গিয়ে পড়েছে। এই শালীনদীটি খুব একটা চওড়া নদী না হলেও, গভীরতা বেশি। বছরের অন্যসময় এই নদীতে খুব একটা ভয়াবহ না হলেও, বর্ষকালে এই নদীর ভয়াবহতা বেড়ে যায়। দামোদর নদের জলস্ফীতি ঘটলে শালীনদীটিও তখন দুকূল প্লাবন সৃষ্টি করে। আবার অনেক সময় নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে নদীর জল বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। চাষিদের ফসল নষ্ট হয়। শুধুতাই নয়, এই সময় নদীর পাশাপাশি গ্রামগুলি যথাক্রমে গোঁসাই গ্রাম, কাজির ডাঙ্গা, বীজপুর, পাঁচপাড়া, রসুলপুর, বাবুর গ্রাম প্রভৃতি গ্রামগুলির মানুষদের নদী পেরিয়ে অন্যান্য জায়গায় যাওয়া-আসা বেশ দুরহ হয়ে পড়ে। গোঁসাই গ্রামের পাশে শালী নদীর উপর একটি বাঁশের সেতু রয়েছে। ওই বাঁশের সেতুটিই সারাবছর ওইসব গ্রামের মানুষদের বাইরে যাওয়া-আসার একমাত্র ভরসা। যদিও বাঁশের সেতুটি গ্রামবাসীদের উদ্যোগে নির্মিত হয়। বাঁশের সেতুটি কেবলমাত্র পথচারি মানুষদের পায়ে হেঁটে নদী পারাপার হওয়া এবং বড় জোর বাইসাইকেল ও মোটর বাইকে সওয়ারিরা নদী পারাপার করেন। বাঁশের সেতু ব্যবহার করার জন্য গ্রামবাসীদের সাড়াবছর ২ টাকা ও ৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু ওই বাঁশের সেতুটি বর্ষাকালে অতিরিক্ত জলের স্রোতে অনেক সময় ভেঙ্গে যায়। তখন ওইসব গ্রামবাসীদের নদী পারাপারের জন্য নৌকা ব্যবহার করতে হয়। বিশাল একটা এলাকায় ৭-৮টি গ্রামের মানুষদের অভিযোগ দেশ স্বাধীন হওয়ার এতবছর পরও শালী নদীর উপর একটি পাকা সেতু আজও নির্মিত হয়নি। যদিও গ্রামবাসীদের তরফ থেকে প্রশাসন দপ্তরে বারে বারে পাকা সেতু নির্মাণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয় পাত্রসায়েরের ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল ওখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। বিল পাশ হয়ে টাকা এলেই সেতু তৈরীর কাজ শুরু হবে। গ্রামবাসীরা অভিযোগের সুরে জানালেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ভোটের সময় এলাকায় এসে পাকা সেতু নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রামবাসীদের দিয়ে যান। কিন্তু ভোট পার হলেই, নেতারা সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান।

সরস্বতী পুজোর প্রশাসনিক সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরে সরস্বতী পুজো আলাদা একটা মাত্রা পায়। একদিনের পুজো হলেও সরস্বতী পুজো এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে পাঁচ থেকে সাতদিন ধরে। বড় বড় মন্ডপশয্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বহু সরস্বতীর মূর্তি দেখতে লক্ষাধিক লোকের ভিড় হয় শহরে। তাই প্রতিবছরের মতো এবছরেও কালনা মহকুমা শাসকের উদ্যোগে একটি প্রাথমিক সরস্বতী পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে একটি সভা সম্পন্ন হল। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন, মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, পৌরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ বাগ ও শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা। এছাড়াও এবারের সরস্বতী পুজোয় ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলশাখার অম্বিকা কালনা পর্যন্ত অতিরিক্ত ট্রেন চলাচলের দাবি জানানো হয়েছে পূর্বরেলের কর্মকর্তাদের কাছে। মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন যে, রেলশাখায় অতিরিক্ত ট্রেন চলাচল হয় তার জন্য রেলদপ্তরের কাছে একটি আবেদন পাঠাবেন। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিরাপত্তার স্বার্থে এছাড়াও থাকবে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরার। এছাড়াও যানজট এড়াতে পুজোর তিনদিন শহরের নানা রাস্তায় নো এন্ট্রি থাকবে। মহকুমা শাসক আরও জানিয়েছেন যে, সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে কার্নিভাল-সহ নতুন আরও কিছু আয়োজনের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। এ ব্যাপারে পুরশ্রী মঞ্চে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেলগুলিতে সরকারি কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজসাথীর মতো নানা প্রকল্পের প্রচার করার জন্য আবেদন রাখা হয়েছে। এছাড়াও পৌরসভার তরফ থেকে ক্লাবগুলিকে শ্রেষ্ঠতার বিচার করে পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কালনা শান্তিপুর ফেরিঘাট নিয়ে। বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে ফেরিঘাট। ইতিমধ্যেই শহরে সরস্বতীর পুজোর প্যান্ডেল তৈরীর জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ